দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৯৫ কলাম ৬

নির্ধারিত সময়ে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানে অনিশ্চয়তা ॥ অভিভাবক ও প্রার্থীরা উদ্বিগ্ন

রেজানুর রহমান ॥ এস এস সি পরীক্ষার্থী কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৬ই এপ্রিল হইতে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু অদ্যাবধি ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সমাধা হয় নাই। ৪ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীবৃন্দ গত রবিবার হইতে ধর্মঘট শুরু করিয়াছে। ফলে বোর্ডসমূহের প্রশাসনিক কর্মকান্ডে নামিয়া আসিয়াছে স্থবিরতা। দূর-দূরান্ত হইতে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ প্রয়োজনীয় কাজে বিভিন্ন বোর্ডে গিয়া কাহারও সহায়তা পাইতেছে না। কর্মচারীরা আন্দোলনে নামিয়াছেন। বিভিন্ন মহল হইতে প্রশ্ন উঠিয়াছে পরীক্ষার পূর্বে কেন এই আন্দোলন? তবে এই ব্যাপারে কর্মচারী নেতৃবৃন্দের সহিত (২য় পৃঃ দ্রঃ)

গতকাল পর্যন্ত বোর্ড অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তার আলোচনা হয় নাই।

টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাতিলের দাবীতে কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহের প্রেক্ষিতে এই টাস্কফোর্স গঠন করা হইয়াছিল। টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ সরেজমিনে বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকান্ড পরিদর্শন করিয়া সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র খুঁজিয়া পায়। তদন্তকালে দেখা যায়, বেশীর ভাগ বোর্ডে চিঠিপত্রের সঠিক তালিকা নাই। আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে অসংখ্য গরমিল লক্ষ্য করা যায়। পরিদর্শনকালে টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ বোর্ডসমূহের সমস্যার ভয়াবহতায় বিমূঢ় হইয়া পড়েন। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, আইন লংঘন, অর্থ আত্মসাৎ, নিয়োগ ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে ঘাপলা, ফল প্রকাশে দুর্নীতি, নূতন স্কুল-কলেজ ও পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম, মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি, বোর্ডের স্থায়ী কর্মচারী ও কর্মকর্তা বনাম প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের মধ্যে 'ঠান্ডা লড়াই' দেশের বোর্ডসমূহকে বিশাল অন্ধকারময় অচলায়তনে পরিণত করিয়াছে। টাস্কফোর্স তদন্তকালে দেখিতে পায় প্রায় প্রতিটি বোর্ডে টাকা আদায় ও জমার ক্ষেত্রে অনিয়ম, নিয়ম বহির্ভূত ক্ষেত্রে ফিস আদায়, ক্যাশ বই ও ব্যাংক হিসাব অনুযায়ী টাকার পরিমাণে গরমিল রহিয়াছে। টাস্কফোর্সের সুপারিশমালায় বোর্ডসমূহের কর্মকান্ডকে সচল রাখা এবং কাজের জবাবদিহিতার পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তঃবোর্ডে বদলীসহ বিভিন্ন প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বোর্ডসমূহের কর্মচারীরা মূলতঃ আন্তঃবোর্ডে বদলীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিয়াছে। তাহাদের অপর একটি দাবী হইল সকল বোর্ডে নিজস্ব কম্পিউটার সেল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একটি সূত্র জানায়, কর্মচারীদের সহিত বোর্ডসমূহের অফিসারদের কেউ কেউ,নেপথ্য সাহস যোগাইতেছেন। আন্তঃ বোর্ডের মধ্যে বদলি প্রক্রিয়া চালু হইলে অফিসাররাও এই নিয়মের মধ্যে পড়িয়া যাইবেন। কাজেই অফিসারদের পক্ষ হইতেও কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি জোর সমর্থন জানান হইতেছে। তবে পরীক্ষার পূর্বে এই আন্দোলন শুরু হওয়ায় বিভিন্ন মহল হইতে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। পরীক্ষা সঠিক সময়ে হইবে কিনা এই নিয়া সংশয় দেখা দিয়াছে অনেকের মনে। শেষ পর্যন্ত যদি এস এস সি পরীক্ষা সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে এইচ এস সি পরীক্ষাও পিছাইয়া যাইবে। পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভয়াবহ জটিলতা দেখা দিবে।

বোর্ডসমূহের পরিস্থিতি নিয়া গতকাল বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সহিত শিক্ষা সচিবের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশনের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'অনেকের ধারণা আমরা হঠাৎ করিয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। গত বছরের আগষ্ট মাস হইতে আমাদের আন্দোলন শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে সরকারের কোন পক্ষই আমাদের সহিত কথা বলার প্রয়োজন মনে করে নাই'। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়া আমাদের ডাকিলে অবশ্যই আলোচনা করিতে রাজি আছি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, কর্মচারীরা যে সকল দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করিয়াছে তাহা আদৌ মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। বোর্ডসমূহের কর্মকান্ডকে সচল রাখিতে হইলে অবশ্যই আন্তঃবোর্ডের মধ্যে বদলি প্রক্রিয়া চালু করিতে হইবে। এই ব্যাপারে কোন ছাড় দেওয়া যাইবে না। সকল বোর্ডে নিজস্ব কম্পিউটার সেল গঠনের দাবীকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়া তিনি বলেন, আমরা আত্মঘাতী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিব না।